মেহেরপুরে ৭০ মেধাবী শিক্ষার্থীকে জেলা পরিষদের বৃত্তি প্রদান

‘সবার আগে বাংলাদেশ’ এই স্লোগানকে সামনে রেখে মেহেরপুর জেলা পরিষদের উদ্যোগে জেলার মেধাবী ও কৃতী শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠান-২০২৬ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার (১৮ আগস্ট) সকাল ১১টার দিকে মেহেরপুর জেলা পরিষদের হলরুমে আয়োজিত অনুষ্ঠানে জেলার ৭০ জন মেধাবী শিক্ষার্থীর মধ্যে বৃত্তির অর্থ ও সম্মাননা প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা পরিষদের প্রশাসক ও জেলা বিএনপির সভাপতি আলহাজ্ব জাভেদ মাসুদ মিল্টন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো. আবদুর রাহীম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) এইচ. এম. সালাউদ্দীন মনজু।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা পরিষদের প্রশাসক আলহাজ্ব জাভেদ মাসুদ মিল্টন বলেন, “শিক্ষাই একটি জাতির উন্নয়ন ও অগ্রগতির প্রধান ভিত্তি। মেধাবী শিক্ষার্থীরাই আগামী দিনের বাংলাদেশের নেতৃত্ব দেবে। অর্থের অভাবে যেন কোনো মেধাবী শিক্ষার্থীর পড়াশোনা বন্ধ না হয়, সে লক্ষ্যেই জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে এই বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। ভবিষ্যতেও মেধাবী ও অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের পাশে জেলা পরিষদ থাকবে।”

তিনি শিক্ষার্থীদের মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করে নিজেদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার আহ্বান জানান। একই সঙ্গে দেশ ও মানুষের কল্যাণে নিজেদের মেধা ও প্রতিভা কাজে লাগানোর আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে জেলা পরিষদের কর্মকর্তা-কর্মচারী, শিক্ষা বিভাগের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষক, অভিভাবক ও বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন জেলা পরিষদের প্রধান সহকারী জাহিদুল ইসলাম জাহিদ।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

চিকিৎসা ক্যাম্প

অর্থের অভাবে চোখের চিকিৎসা করাতে না পারা দরিদ্র ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে মেহেরপুরে বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আদ্-দ্বীন চক্ষু হাসপাতাল, মেহেরপুর সদর শাখার উদ্যোগে এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা সাইটসেভার্সের সহযোগিতায় সোমবার (১৭ আগস্ট) এ চক্ষু চিকিৎসা ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। ক্যাম্পে চিকিৎসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন যশোর আদ্-দ্বীন হাসপাতালের চিকিৎসকরা।

ক্যাম্পে মোট ২৫৬ জন রোগীকে চক্ষু চিকিৎসা ও পরামর্শ দেওয়া হয়। তাদের মধ্যে ছানি শনাক্ত হওয়া ৬৬ জন রোগীকে বিনামূল্যে ছানি অপারেশনের জন্য যশোর আদ্-দ্বীন হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।

আয়োজকরা জানান, দরিদ্র, অসহায়, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী, বিধবা নারী ও শিশুদের অগ্রাধিকার দিয়ে এ চিকিৎসাসেবা দেওয়া হয়েছে। অর্থের অভাবে যারা দীর্ঘদিন ধরে চোখের সমস্যায় ভুগছিলেন, তাদের জন্য এ ক্যাম্পটি চিকিৎসার পাশাপাশি স্বাভাবিক জীবনে ফেরার একটি সুযোগ তৈরি করেছে।

চিকিৎসাসেবা নিতে আসা রোগীদের অনেকেই জানান, অর্থের অভাবে দীর্ঘদিন ধরে চোখের চিকিৎসা করাতে পারেননি তারা। বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ছানি অপারেশনের সুযোগ পাওয়ায় তারা স্বস্তি প্রকাশ করেন।

সংশ্লিষ্টরা বলেন, চোখের দৃষ্টিশক্তি কমে গেলে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপন, কর্মক্ষমতা ও আত্মনির্ভরশীলতা বাধাগ্রস্ত হয়। বিশেষ করে বয়স্ক ও দরিদ্র মানুষের জন্য ছানি অপারেশনের মতো চিকিৎসা অনেক সময় ব্যয়বহুল হয়ে পড়ে। তাই এ ধরনের বিনামূল্যের চক্ষু চিকিৎসা ক্যাম্প সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ভবিষ্যতেও মেহেরপুরের প্রত্যন্ত এলাকার দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের কাছে চক্ষু চিকিৎসাসেবা পৌঁছে দিতে এ ধরনের উদ্যোগ অব্যাহত রাখার প্রয়োজন রয়েছে।

একটি অপারেশন শুধু একজন মানুষের চোখের আলোই ফিরিয়ে দেয় না, ফিরিয়ে দিতে পারে তার স্বাভাবিক জীবন, কর্মক্ষমতা এবং পরিবারের মুখে হাসিও।

মেহেরপুর বড়বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, পুড়ে ছাই একমাত্র উপার্জনের জায়গা

মেহেরপুর বড়বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে মকলেছুর এন্ড ব্রাদার্স নামের একটি মুদি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান পুড়ে ভস্মীভূত হয়েছে। এতে প্রায় ৮৫ লাখ টাকার মালামাল পুড়ে গেছে বলে দাবি করেছেন প্রতিষ্ঠানটির মালিক। আগুনে একটি বৃহৎ পরিবারের একমাত্র উপার্জনের অবলম্বনও হারিয়ে গেছে।

সোমবার দিবাগত রাত আনুমানিক ২টার দিকে বড়বাজার কাঁচাবাজারে অবস্থিত মকলেছুর এন্ড ব্রাদার্সের দোকানে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়।

আগুনে দোকানে থাকা মুদি মালামাল, সয়াবিন ও পামওয়েল, চাল, ডাল, মসলা ও বিভিন্ন পণ্যসহ প্রায় সব মালামাল পুড়ে যায়। পরে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।

স্থানীয়রা জানান, আগুনের ধোঁয়া বাজার এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে বড়বাজার ও কাঁচাবাজারের নৈশপ্রহরী এবং বড়বাজার মোড়ের বাসিন্দারা বিষয়টি টের পান। পরে তারা ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুনের খবর দেন এবং ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেওয়া হয়।

মকলেছুর এন্ড ব্রাদার্সের স্বত্বাধিকারী মো. মোখলেছুর জামান শাহিনের ছোট ভাই শামিম কান্নায় ভেঙে পড়ে বলেন, ‘আমি মুদি পণ্যের পাইকারি ব্যবসা করি।

আনুমানিক রাত পৌনে ২টার দিকে শর্ট সার্কিট থেকে আমার দোকানে

আগুন লাগে। এতে দোকানের সম্পূর্ণ মালামাল ধ্বংস হয়ে গেছে। আমার প্রায় ৮৫ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে। ব্যাংক থেকে আমার ঋণও রয়েছে। এখন আমি ও আমার পরিবারের পথে বসার মতো অবস্থা। রাষ্ট্রের কাছে আমার আকুল আবেদন, ক্ষতিপূরণ দিয়ে আমাকে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হোক।’

তহ-বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি হাফিজুর রহমান হাফি বলেন, ‘মেহেরপুর জেলার অর্ধেকেরও বেশি খুচরা মুদি ব্যবসায়ীকে মো. মোখলেছুর জামান শাহিন পাইকারি পণ্য সরবরাহ করেন। এত বড় একটি প্রতিষ্ঠানের এমন ক্ষতি অত্যন্ত দুঃখজনক। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ, তারা যেন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীর পাশে দাঁড়িয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন।’

ধ্বংসযজ্ঞের দুই বছরেও সংস্কার হয়নি ভাস্কর্য ও স্থাপনা

স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকা ঐতিহাসিক মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স এখন নিজেই যেন ধ্বংসের স্মৃতি বহন করছে।

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট সরকার পতনের পর রাতের আঁধারে চালানো ব্যাপক ভাঙচুর ও লুটপাটের দুই বছর পেরিয়ে গেলেও এখনো শুরু হয়নি ক্ষতিগ্রস্ত ভাস্কর্য ও স্থাপনাগুলোর সংস্কার।

২০২৫ সালে পূর্ণ সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও বাস্তবে তার কোনো দৃশ্যমান অগ্রগতি নেই। ফলে একদিকে নষ্ট হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত স্থাপনাগুলো, অন্যদিকে পর্যটক কমে যাওয়ায় সংকটে পড়েছেন কমপ্লেক্সকে ঘিরে গড়ে ওঠা স্থানীয় ব্যবসায়ীরা।

১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল তৎকালীন বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে বাংলাদেশের প্রথম সরকার শপথ নেয়। সেদিনই পাঠ করা হয় স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র। স্বাধীনতার সূতিকাগার হিসেবে পরিচিত মুজিবনগর তাই বাংলাদেশের

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের এক অবিচ্ছেদ্য অধ্যায়।

এই ঐতিহাসিক স্থানকে সংরক্ষণ ও নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস তুলে ধরতে মুজিবনগরে গড়ে তোলা হয় স্মৃতিসৌধ ও মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স।

বিভিন্ন সরকারি উদ্যোগে ধাপে ধাপে এর অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়। সংশ্লিষ্ট তথ্য অনুযায়ী, মুজিবনগর স্মৃতিসৌধের নির্মাণকাজ শুরু হয় ১৯৮৭ সালে।

পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয় এবং ১৯৯৯ সালে কমপ্লেক্সের মূল নির্মাণকাজ শুরু হয়। দীর্ঘ সময় ধরে নির্মাণ ও উন্নয়ন কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে প্রায় ৬৬ একর জায়গাজুড়ে গড়ে ওঠে বিশাল এই কমপ্লেক্স।

মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন ঘটনা, ১১টি সেক্টরে যুদ্ধের চিত্র এবং স্বাধীনতার সংগ্রামের নানা অধ্যায় তুলে ধরতে এখানে নির্মাণ করা হয় তিন শতাধিক ছোট-বড় ভাস্কর্য। ফলে ধীরে ধীরে মুজিবনগর পরিণত হয় দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ও পর্যটনকেন্দ্রে।

কিন্তু ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট সরকার পতনের পর সেই ঐতিহাসিক স্থাপনাতেই নেমে আসে ধ্বংসযজ্ঞ। রাতের আঁধারে দুর্বৃত্তদের হামলায় কমপ্লেক্সের বিভিন্ন ভাস্কর্য ও স্থাপনা ভাঙচুর করা হয়। গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন ঘটনার চিত্র তুলে ধরা ভাস্কর্য।

ক্ষতিগ্রস্ত হয় স্মৃতিসৌধের প্রধান ফটকসহ গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন স্থাপনা।

শুধু ভাঙচুরেই থেমে থাকেনি দুর্বৃত্তরা। কমপ্লেক্স থেকে লাইট, সিসি ক্যামেরা, ব্যাটারি, পানির পাম্পসহ বিভিন্ন সরঞ্জাম খুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগও রয়েছে।

সরেজমিনে দেখা গেছে, ধ্বংসযজ্ঞের ক্ষত এখনো স্পষ্ট। কোনো ভাস্কর্যের হাত নেই, কোনোটি হারিয়েছে পা। কোথাও মাটিতে পড়ে আছে ভাস্কর্যের মাথা, কোথাও ভেঙে দেওয়া হয়েছে নাক-মুখসহ শরীরের বিভিন্ন অংশ। দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়ায় কমপ্লেক্সের বিভিন্ন স্থানে আগাছা ও অপরিচ্ছন্নতার ছাপও দেখা গেছে।

দর্শনার্থীরা বলছেন, মুজিবনগর শুধু একটি পর্যটনকেন্দ্র নয়, এটি

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য। অথচ ধ্বংসস্তূপের বর্তমান চিত্র দেখে হতাশ তারা। দ্রুত সংস্কারের মাধ্যমে এর আগের সৌন্দর্য ফিরিয়ে আনার দাবি জানিয়েছেন তারা।

২০২৫ সালের ১৭ এপ্রিল ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরের মুজিবনগর আম্রকাননে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক উপদেষ্টা ফারুক-ই-আজম বীর প্রতীক বলেছিলেন, মুজিবনগরের ইতিহাস জাতির গর্ব, যা চিরকাল অম্লান থাকবে। ইতিহাস যাতে কোনোভাবে বিকৃত না হয়, সে জন্য সবাইকে সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি।

ওই অনুষ্ঠানে উপদেষ্টা আরও জানান, মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছে এবং মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্সের যেসব অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেগুলো পূর্ণ সংস্কার করা হবে।

কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতির পরও পেরিয়ে গেছে এক বছরের বেশি সময়। ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের ভাঙচুরের পর দুই বছর পেরিয়ে গেলেও ক্ষতিগ্রস্ত ভাস্কর্য ও স্থাপনাগুলোর দৃশ্যমান সংস্কারকাজ শুরু হয়নি। ফলে স্থানীয়দের মধ্যে দেখা দিয়েছে হতাশা। তাদের প্রশ্ন, কবে সংস্কার হবে স্বাধীনতার এই গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতিবিজড়িত স্থাপনাগুলোর?

সংস্কার না হওয়ায় এর প্রভাব পড়েছে মুজিবনগরের পর্যটনেও। একসময় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিদিনই দর্শনার্থীরা আসতেন। বিশেষ করে ছুটির দিন ও জাতীয় দিবসগুলোতে কমপ্লেক্স এলাকায় থাকত মানুষের ব্যাপক ভিড়। এখন সেই চিত্র অনেকটাই বদলে গেছে। ভাঙাচোরা পরিবেশ দেখে অনেক পর্যটক হতাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

পর্যটক কমে যাওয়ায় বিপাকে পড়েছেন কমপ্লেক্সের আশপাশের হোটেল, রেস্তোরাঁ, চায়ের দোকান ও বিভিন্ন ছোট ব্যবসার সঙ্গে জড়িতরা। ব্যবসায়ীরা জানান, আগে ছুটির দিনগুলোতে পর্যটকদের ভিড়ে বেচাকেনা বাড়ত। এখন অনেক সময় দোকান খুলে বসে থাকলেও পর্যাপ্ত ক্রেতা পাওয়া যায় না। এতে আয় কমে গেছে, অথচ দোকান ভাড়া, কর্মচারীর বেতনসহ অন্যান্য খরচ আগের মতোই রয়েছে।

এক ব্যবসায়ী বলেন, মুজিবনগর কমপ্লেক্সে পর্যটক কমে যাওয়ার সরাসরি প্রভাব তাদের ব্যবসায় পড়েছে। দ্রুত সংস্কার করে দর্শনার্থীদের জন্য পরিবেশ সুন্দর করা হলে পর্যটক বাড়বে এবং স্থানীয় ব্যবসাও

ঘুরে দাঁড়াবে বলে আশা করেন তিনি।

স্থানীয়দের মতে, মুজিবনগর কমপ্লেক্সকে শুধু একটি দর্শনীয় স্থান হিসেবে দেখলে হবে না। এটি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ দলিল। তাই ক্ষতিগ্রস্ত ভাস্কর্য ও স্থাপনাগুলো সংস্কারের পাশাপাশি নিরাপত্তা জোরদার, আধুনিক তথ্যকেন্দ্র, উন্নত আলোকসজ্জা, পরিচ্ছন্নতা ও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

তাদের দাবি, পরিকল্পিতভাবে কমপ্লেক্সটি সংস্কার ও আধুনিকায়ন করা হলে দেশ-বিদেশের পর্যটকদের কাছে আবারও আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে মুজিবনগর। এতে একদিকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংরক্ষিত হবে, অন্যদিকে মুজিবনগরকে ঘিরে গড়ে ওঠা স্থানীয় পর্যটননির্ভর অর্থনীতিও ঘুরে দাঁড়াবে।

সংস্কারের অগ্রগতি জানতে মেহেরপুর গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী এস এম রফিকুল ইসলামের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি ক্যামেরার সামনে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি। ফলে সংস্কারকাজ শুরুর নির্দিষ্ট সময়সীমা কিংবা এ বিষয়ে সরকারি পরিকল্পনা সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

যে মুজিবনগরের আম্রকাননে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের প্রথম সরকার শপথ নিয়েছিল, যে স্থান স্বাধীনতার ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়ের সাক্ষী, সেই মুজিবনগর আজ নিজেই বহন করছে ধ্বংসের ক্ষত। কয়েক দশকের নির্মাণ ও সংরক্ষণের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা এই ঐতিহাসিক কমপ্লেক্স এখন সংস্কারের অপেক্ষায়।

প্রতিশ্রুতি এসেছে, কিন্তু বাস্তবায়নের অপেক্ষা শেষ হয়নি। স্থানীয়দের প্রত্যাশা, আর অবহেলা নয়, দ্রুত সংস্কারের উদ্যোগ নিয়ে ফিরিয়ে দেওয়া হবে মুজিবনগরের হারানো সৌন্দর্য। ইতিহাসের এই গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতিচিহ্ন যেন ধ্বংসস্তূপ হয়ে না থাকে, বরং নতুন প্রজন্মের কাছে হয়ে ওঠে স্বাধীনতার গৌরবময় ইতিহাস জানার জীবন্ত পাঠশালা।

তবে সংস্কার নিয়ে আশার কথা জানিয়েছেন মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়। তিনি বলেন, ‘মুজিবনগর কমপ্লেক্সের ক্ষয়ক্ষতির বিষয়টি ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে জানানো হয়েছে এবং সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় চাহিদাও পাঠানো হয়েছে। নতুন অর্থবছরে বরাদ্দ পাওয়া গেলে সংস্কারকাজ শুরু হবে।’

মেহেরপুরে গোভীপুরে অগ্নিকাণ্ডে চার ছাগলের মৃত্যু

মেহেরপুর সদর উপজেলার গোভীপুর গ্রামে অগ্নিকাণ্ডে চারটি ছাগলের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় দুই লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গেছে।

রোববার মধ্যরাতে সদর উপজেলার গোভীপুর দক্ষিণপাড়ায় এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গোভীপুর গ্রামের দক্ষিণপাড়ার মোহর আলীর ছেলে মোরসালিন তাঁর গোয়ালঘরে একটি মশার কয়েল জ্বালিয়ে রাখেন। ওই মশার কয়েল থেকেই আগুনের সূত্রপাত হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। মুহূর্তের মধ্যে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে।

স্থানীয়রা আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। পরে খবর পেয়ে মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান।

তবে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা পৌঁছানোর আগেই গোয়ালঘরটি সম্পূর্ণ পুড়ে যায়। এ সময় গোয়ালঘরে বাঁধা চারটি ছাগলের মৃত্যু হয়।

অগ্নিকাণ্ডে গোয়ালঘরসহ বিভিন্ন মালামাল পুড়ে দুই লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যরা।

মেহেরপুরে জাতীয় মৎস্য পক্ষের

উদ্ধোধন

জাতীয় মৎস্য পক্ষ উপলক্ষে মেহেরপুরে র্যালি, আলোচনা সভা, পুরস্কার বিতরণ ও পোনা মাছ অবমুক্তকরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রোববার সকালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বর থেকে র্যালিটি শুরু হয়। অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদের নেতৃত্বে র্যালিটি বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে উপজেলা পরিষদ চত্বরে গিয়ে শেষ হয়।

র্যালিতে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বাবলু সূত্রধর, সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ভুবন চন্দ্র হালদার, মেহেরপুর সিভিল সার্জন কার্যালয়ের মেডিকেল অফিসার ডা. ইনজামামুল হক, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা রবিউল ইসলাম, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, জেলা জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক সেক্রেটারি কাজী রুহুল আমিন, জেলা জাসাসের সদস্যসচিব বাকা বিল্লাহসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ।

পরে উপজেলা পরিষদ চত্বরে বেলুন উড়িয়ে জাতীয় মৎস্য পক্ষের উদ্বোধন করা হয়। এরপর সদর উপজেলা পরিষদের মিলনায়তনে আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে মৎস্য খাতের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়।

পরে উপজেলা পরিষদের পুকুরে বিভিন্ন প্রজাতির পোনা মাছ অবমুক্ত করা হয়।

মাদার তেরেসা পিস অ্যাওয়ার্ড

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

বোমা সদৃশ ঝুলন্ত বস্তু নিয়ে মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের প্রেস ব্রিফিং

মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী কার্যালয়ের সামনে বৈদ্যুতিক তারের সঙ্গে বোমা সদৃশ একটি বস্তু ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়ার ঘটনায় প্রেস ব্রিফিং করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক তোজাম্মেল হোসেন।

শনিবার (১৫ আগস্ট) বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী কার্যালয়ের সামনে বৈদ্যুতিক তারের সঙ্গে বস্তুটি ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী কার্যালয়ের কাছাকাছি হওয়ায় বিষয়টি কর্তৃপক্ষের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

ঘটনার প্রকৃত কারণ উদঘাটন এবং এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের করণীয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে উপাচার্যের নির্দেশক্রমে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির আহ্বায়ক করা হয়েছে সেকশন অফিসার (পিএস টু ভিসি) ড. তারিক আজিজকে।

সদস্য হিসেবে রয়েছেন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা আবু সাঈদ ও সেকশন অফিসার কাজী মইনুল হক।

কমিটিকে তিন কার্যদিবসের মধ্যে ঘটনার প্রকৃত কারণ উদঘাটন করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের করণীয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ বিস্তারিত প্রতিবেদন উপাচার্যের কাছে জমা দিতে বলা হয়েছে।

প্রেস ব্রিফিংয়ে উপাচার্য বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিসি ক্যামেরা যাতে ২৪ ঘণ্টা চালু থাকে, সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি সার্চলাইটের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং কর্তব্যরত নৈশপ্রহরীকে সতর্কতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, আগামী শিক্ষাবর্ষে দুটি বিষয় চালুর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম শুরু করা হবে। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেককে সতর্ক থাকতে হবে। যেকোনো অন্যায়, নৈরাজ্য ও সহিংসতার বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অবস্থান

মেহেরপুরে বিএটিবির আউটসোর্সিং কর্মীদের মানববন্ধন ও বিক্ষোভ

ঠিকাদারি ও আউটসোর্সিং প্রথা বিলুপ্ত করে চাকরি স্থায়ীকরণ, শ্রম আইন অনুযায়ী ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং কর্মসংস্থানের সুরক্ষার দাবিতে মেহেরপুরে মানববন্ধন, বিক্ষোভ সমাবেশ ও প্রতীকী অনশন করেছেন ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশের (বিএটিবি) ফিল্ড টেকনিশিয়ান ও কর্মচারীরা।

অনতিবিলম্বে এসব দাবি মেনে নেওয়া না হলে দেশের সব তামাক অঞ্চলে সব ধরনের কাজ বন্ধ করে দেওয়াসহ কঠোর আন্দোলনে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা।

আজ রোববার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা প্রধান সড়কের পাসপোর্ট কার্যালয়সংলগ্ন বিএটিবি কার্যালয়ের সামনে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

বিএটিবি ফিল্ড টেকনিশিয়ান ও অফিস স্টাফ শ্রমিক কল্যাণ ইউনিয়নের ব্যানারে আয়োজিত কর্মসূচিতে কুষ্টিয়ার চেচুয়া, আল্লার দরগা, ঝিনাইদহ ও মেহেরপুরসহ চারটি তামাক অঞ্চলের শতাধিক মাঠকর্মী ও কার্যালয়কর্মী অংশ নেন। এ সময় তাঁরা বিভিন্ন দাবিসংবলিত ব্যানার ও প্ল্যাকার্ড হাতে বিক্ষোভ করেন।

বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তারা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা তামাকচাষিদের তালিকা প্রণয়ন, চুক্তি সম্পাদন, বীজ ও সার বিতরণ, মাঠপর্যায়ে নিবিড় পর্যবেক্ষণ এবং কোম্পানির প্রযুক্তিগত কার্যক্রম পরিচালনার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে আসছেন। অথচ তাঁদের ন্যূনতম চাকরির নিরাপত্তাও দেওয়া হচ্ছে না।

বক্তারা আরও বলেন, এই শোষণমূলক ব্যবস্থা থেকে মুক্তি দিয়ে

সরাসরি স্থায়ী নিয়োগের প্রজ্ঞাপন জারি না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।

সমাবেশে সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি আরিফুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক সামিউল ইসলাম, হাসিবুর রহমান, নাজমুল ইসলাম, গিয়াস উদ্দিন ও মিলনসহ সংগঠনের অন্যান্য নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।